সংবাদ

তারিখ ..19 MAY 2016...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...6...

কালবৈশাখী

বদরগঞ্জে গাছপালা ঘরবাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত

প্রতিনিধি, বদরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের বদরগঞ্জের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী কালবৈশাখীতে হাজার হাজার গাছপালা, শত শত ঘরবাড়ি, বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ হাটবাজার বিধ্বস্ত হয়েছে। এছাড়া ঝড়ের তাণ্ডবে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ও খুঁটি উপড়ে পড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। গতকাল রাত ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত অর্থাৎ এক ঘণ্টার প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ে পৌর এলাকাসহ উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের প্রায় প্রত্যেক গ্রাম লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। বিশেষ করে পৌর এলাকাসহ রামনাথপুর, দামোদরপুর, কালুপাড়া ও বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের প্রত্যেকটি এলাকার গাছপালা, কাঁচা ঘরবাড়ি এবং ফসলের ক্ষেত পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে। এছাড়া ঝড়ের তাণ্ডবে কুতুবপুর, মধুপুর, গোপালপুর, রাধানগর এবং গোপিনাথপুর ইউনিয়নের বেশকিছু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সরেজমিন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা গেছে– ভুট্টা গাছ, ধান গাছ এবং কলা গাছ মাটিতে নুইয়ে পড়েছে। এছাড়া আমগাছ, লিচুগাছ, কাঁঠাল গাছসহ অন্যান্য গাছের ডালপালা মাটিতে ভেঙে পড়েছে। শুধু তাই নয়, পৌর শহরের জামুবাড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়সহ বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ সময় কথা হয় জামুবাড়ি এলাকার ডাক্তার পাড়ার বাসিন্দা বাবর আলীর সঙ্গে। তিনি বলেন, এরকম শক্তিশালী ঝড় গত ৩৫ বছরেও হয়েছে কিনা সন্দেহ রয়েছে। খামারপাড়ার বাসিন্দা ও আদর্শ বাগান মালিক মোশারফ হোসেন জানান, আম ও লিচু বাগানের শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি তার ভাঙা নারিকেল গাছ দেখিয়ে বলেন, যে ঝড়ে নারিকেল গাছ ভেঙে গেছে সে ঝড়ের তীব্রতা কেমন ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

ঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়ে কৃষি অফিসে যোগাযোগ করা হলে উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা কনক চন্দ্র রায় বলেন, ঝড়ে গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে ভুট্টা ও ধান গাছ মাটিতে নুইয়ে পড়লেও ফলন কমবেনা বলে তিনি মন্তব্য করেন।

স্থানীয় পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএম শওকত হোসেন জানান, ঝড়ের তাণ্ডবে পাঁচটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙ্গে গেছে। এছাড়া বেশকিছু বৈদ্যুতিক খুঁটি হেলে পড়ার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মিজানুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, রামনাথপুর ইউনিয়ন, কালুপাড়া ইউনিয়ন ও বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের বেশকিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া বাকি ৭ ইউনিয়নের তথ্য সংগ্রহে কাজ চলছে।